অক্টোবর।। রাজ্যে খেলাধুলার

বিকা**শে** অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

খেলাধুলার মাধ্যমে শুধু শারীরিব

নয়, মানসিক বিকাশও ঘটে।

বহস্পতিবার আগরতলার আইএমএ

্ হাউসে ত্রিপরা স্টেট টাগ অব ওয়ার

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে

আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী

দুশাস্ত চৌধুরী একথা বলেন।

উল্লেখ্য, এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যুব

বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

এবং কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও

ক্ষমতায়ন প্ৰতিমন্ত্ৰী প্ৰতিমা

দ্বিতীয় পর্ব শুরু হতেই ঠিক যেন

উলটো ছবি। চেন্নাই এবং

পাঞ্জাবম্যাচ বাদ দিলে বাকি সবক'টি ম্যাচে জয়। তার মধ্যে গত কয়েকটি

ক্রিকেটার আন্দে বাসেলও। তা

সত্ত্বেও জয়ের ধারা অব্যাহতই

রেখেছে নাইটরা। এদিনও যেমন

নাইটদের তারকা দই ওপেনার

শুভুমন গিল, ভেঙ্কটেশ আইয়ার

এবং দুই পেসার শিবম মাভি ও লকি

ফার্গসন। যদিও নারিন-বরুণরাও

প্রশংসা করার মতোই বোলিং

করেছেন। এদিন টস জিতে প্রথমে

ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন রাজস্থান

অধিনায়ক সঞ্জ স্যামসন। কিন্তু শুরু

বছরও অনুধর্ব ১৬ জাতীয় ক্রিকেট

কবে হবে তা এখনও অনিশ্চিত তাই

টিসিএ-র উচিত রাজ্যে অনর্ধ্ব ১৫

ক্রিকেট শুরু করা। এক্ষেত্রে প্রথমে

গতবারের সদর অনুধর্ব ১৫

ক্রিকেটের ফাইনাল তারপর

রাজ্যভিত্তিক অনূধর্ব ১৫ ক্রিকেট

জানা গেছে. ২০১৯-২০ সিজনের

রাজ্যভিত্তিক অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট

রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট

হয়নি। এখন তো ২০২১ ক্রিকেট

সিজন। আগামী মাসেই মহকুমা

স্তুরে অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করা

উচিত। তারপর টিসিএ-র ২০২০

সিজনের অসমাপ্ত রাজ্যভিত্তিক

অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট। যেহেতু অনূর্ধ্ব

১৬ জাতীয় ক্রিকেট আপাতত হচ্ছে

কঠোর নিরাপত্তা। প্রচুর সংখ্যব

পুলিশ কর্মী মাঠে মোতায়েন ছিল।

দর্শক উপস্থিতির সংখ্যাও ছিল

বিশাল। ফলে সৃশুঙ্গল পরিবেশে

একটি আদর্শ ফাইনাল ম্যাচ

উপভোগ করলো দর্শকরা

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে বাঘাযতীন

কাব পেয়েছে ৭৫ হাজার টাকা।

অন্যদিকে, রানার্সআপ রঙ্গিয়া ক্লাব

পেয়েছে ৩৫ হাজার টাকা।এদিনের

লাইনাল ম্যাচে বিশেষ অতিথি

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক

রঞ্জিত দাস, বিজেপি রাজ্য সভাপতি

ডাঃ মানিক সাহা, স্পোর্টস অফিসার

শান্তনু সূত্রধর, মিহির শীল সহ

মন্যান্যরা। বিধায়ক রঞ্জিত দাস তার

বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে

মহকমার দশ জন জুডো

খেলোয়াড়কে জার্সি প্রদান

এরপর দুইয়ের পাতায়

না তাই রাজ্যভিত্তিক এবং

২০২০ সিজনের

গিয়েছিল আইপিএলের প্রথম পর্ব।

সেসময় সাত ম্যাচে কেবল দুটি

জয়ই পেয়েছিলেন ইওন মর্গ্যানরা।

অতিবড় নাইট সমর্থকও তাই দলের

খুদেদের ক্রিকেট শুরু করার

উদ্যোগ নেওয়া উচিত টিসিএ-র

নিয়েই প্রশ্ন। টিসিএ-র অনূর্ধ্ব ১৬

কোচিং ক্যাম্প হয়তো অবিলম্বে

শেষ করে দেওয়া হবে। তারপর কি

হবে ? প্রসঙ্গত, গত বছর সদর

অনূধর্ব ১৫ ক্রিকেটের ফাইনাল

ম্যাচটি শেষ সময়ে স্থগিত রাখা

হয়েছিল। ঘটনা প্রায় ৫-৬ মাস হতে

চললো। টিসিএ-র সময় হয়নি

৫-৬মাসে সদর অনুধর্ব ১৫

ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচটি করার।

ক্রিকেট মহলের দাবি, টিসিএ-র

উচিত সদর এবং বিভিন্ন মহকুমায়

অবিলম্বে অনুধর্ব ১৩ এবং অনুধর্ব

১৫ ক্রিকেট শুরু করা। তবে প্রথমে

সদর অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেটের ফাইনাল

তারপর রাজ্যভিত্তিক অনুধর্ব ১৫

ক্রিকেট। গতবারের অসমাপ্ত সদর

অনর্ধর্ব ১৫ ১৫ এবং রাজাভিত্তিক

অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট করে তারপর

প্রাইজমানি ফুটবলে

চ্যাম্পিয়ন বাঘাযতীন ক্লাব

লালগিরি একাদশ। এই ম্যাচকে

ঘিরে সেদিন চণ্ডীবাড়ি মাঠ রীতিমত

রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল। দুই

দলের উত্তেজিত সমর্থকরা মাঠে

একে-অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মাঠে উপস্থিত পুলিশ বাহিনীর

পক্ষেও সাধ্য হয়নি পরিস্থিতিকে

সামাল দেওয়া। কয়েক জন পুলিশ

কর্মীও আহত হয়েছিলেন সেদিন।

এই অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে

১৬ ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ কি তা ১৫ ক্রিকেট শুরু করা। যেহেত এই

হলেও

তা একপ্রকার অসম্ভবই। করোনা শেষ চারে যাওয়া নিয়ে কিছটা

প্লে-অফে চতুর্থ স্থানও কার্যত

অঙ্কের বিচারে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের

শেষ চারে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ অক্টোবর ঃ

বিসিসিআই-র ঘোষণা মতো

ছেলেদের অনুধর্ব ১৯ ক্রিকেট শেষ

হওয়ার (জাতীয় আসর) পরই

অনুধর্ব ১৬ ক্রিকেট নিয়ে

বোর্ডের যে ক্রীড়াসূচি রয়েছে তাতে

আগায়ী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলবে

অনুধর্ব ১৯ ছেলেদের ক্রিকেট।

অর্থাৎ বোর্ডের ঘোষণায় আগামী

ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুধর্ব ১৬ জাতীয়

ক্রিকেটের কোন সম্ভাবনা নেই।

ফলে করোনা পরিস্থিতি এবং অনর্ধ্ব

১৮ টিকাকরণ শুরু না হলে এবার

অনুধৰ্ব ১৬ জাতীয় ক্রিকেট হবে কি

না তা কিন্তু এখনও পরিষ্কার নয়

ফলে টিসিএ-র অনর্ধর্ব ১৬ দল এবার

জাতীয় ক্রিকেটে খেলার সযোগ

পাবে কি না তা বলা আপাতত সম্ভব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত

প্রাইজমানি ফটবলে চ্যাম্পিয়ন

হলো বাঘাযতীন ক্লাব। বৃহস্পতিবার

চণ্ডীবাডি মাঠে অনষ্ঠিত ফাইনালে

তারা পরাস্ত করলো রঙ্গিয়া ক্লাবকে

গত ৪ অক্টোবর এই মাঠে আসরের

কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি

হয়েছিল মৈলাক একাদশ বনাম

টিকাকরণ ছাড়া দেশে ফুটবল নয়

ফেডারেশনের নির্দেশে টিএফএ-র

'সি' ডিভিশন, মহিলা লিগ অনিশ্চিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, প্রথমতঃ টিকাকরণ ছাড়া যদি ফুটবল ছেলে-মেয়েদের আপাতত মাঠে 'সি' ডিভিশন লিগ এবং মহিলা

রাজস্থানের বিরুদ্ধে বিরাট জয় নাইটদের রাজ্যে খেলাখুলার বিকাশে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে : যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী



থেকে মীরাবাই চানু, নিরভ চোপড়ারা পদক জিতে দেশের মুখ উজ্জুল করেছেন। রাজ্যের জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার শুধ রাজ্যকে নয়, গোটা দেশকেই গর্বিত উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন এই অংশের লোকজনদের সেবায় কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ নজর দিয়েছে। যে সকল দিব্যাঙ্গ

ফুলবাড়ি

দল গোল করতে পারেনি। বিরতির

করে দলকে এগিয়ে দেয়। এরপর

ম্যাচে জাঁকিয়ে বসে তারা। এই

অবস্থায় ম্যাচের অস্তিমলগ্নে

পেনাল্টি পায় ফুলবাডি। পেনাল্টি

কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও

ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, খেলাধুলা পরস্পরের মধ্যে সৌল্রাতৃত্ব গড়ে তোলে। খেলাধুলার কোনও জাত-ধর্ম-বর্ণ নেই। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার খেলাধলার উন্নয়নে নানা প্রকল্প চাল করেছে। এর সৃফলও বিভিন্ন ক্ষেত্রে

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে

কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে জনপ্রিয়।

ভৌমিককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা কাজ চলছে। উদয়পুরের মতো

হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক তৈরির কাজ চলছে। পানিসাগরে একটি অত্যাধুনিক ও ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীচৌধুরী বলেন, সুইমিং পুল নির্মাণের কাজ চলছে রাজ্যে খেলাধুলার বিকাশে খেলে ইভিয়া প্রকল্পে ইতিমধ্যেই উদয়পুরের চন্দুপুরে একটি সিম্বেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ তৈরি করা হয়েছে। দশরথ দেব স্টেডিয়ামে সাড়ে ৭ কোটি টাকা বায়ে আথেলেটিকা টার্ফ বসানোর

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার খেলো ইন্ডিয়ায় ৬টি ইভেন্টকে প্রাধান্য দিয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্য এখন পর্যন্ত ২৫ কোটি টাকা পেয়েছে। তিনি বলেন. টাগ অব ওয়ার একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। এই খেলা ভারত, চিন খোয়াইতেও সিম্বেটিক টার্ফ ফুটবল

নক্আউট ফুটবলের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ অক্টোবরঃ বিশ্ব বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো ম্যারাথন দৌড়। বৃহস্পতিবার ছিল বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপনের শেষ দিন। এদিন খোয়াই মহকমা বন দফতরের উদ্যোগে সকাল আটটায় রামচন্দ্রঘাটের বটতলি স্কুল মাঠ থেকে ধলাবিল চৌমহনি পর্যন্ত অনষ্ঠিত হয় এই ম্যারাথন দৌড পদাবিল কেএমআর বিদ্যালয়ের মাঠে ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণকাবীদেব মধ্যে প্রস্কাব বিতরণ করা হয়। প্রথম তিন জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা সভাধিপতি জয়দেব



আগরতলা, ৭ অক্টোবর ঃ এটা

সত্যিই এক আজব রাজ্য। এখানে

শুধু তাৎক্ষণিক ক্ষমতার লোভে

চালিত হয় সরকারি কর্তা-ব্যক্তিরা।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের

কখনই বিচার করা যায় না।

রাজনৈতিক আনুগত্য পাল্টাতে

ওস্তাদ। এক জন ঘোর বাম বিরোধী

কর্মচারী নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য

যেমন বামপন্থী হয়ে যেতে পারেন

তেমনি এক জন দক্ষিণপন্থী বিবোধী

কর্মচারী জামা বদলাতে পারেন।

শুধুমাত্র ক্ষমতার মূল অলিন্দে

থাকার কারণেই এসব ঘটিয়ে

থাকেন তারা। সাধারণ মানুষের

তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার

থাকে না। এসব ক্ষমতালিষ্ট্র মানুষ যে আসলে শুধুমাত্র নিজেদের স্বাৎ

ছাড়া কিছু বোঝেন না সেটা জেনে গেছে সাধারণ মানুষ। যদিও তাতে এদের কিছু যায়-আসে না। সাড়ে

তিন বছর আগে রাজ্যে যখন রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে তখন একটা বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে ক্রীডা

দফতরের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। প্রায়

তিন বছৰ ধৰে এই গোষ্ঠী ক্ৰীদা

দফতরের নামকে ব্যবহার করে

একের পর এক অনৈতিক কাজ

কবে গিয়েছে। নিজেদেব ব্যান্ধ

ব্যালেন্স স্ফীত কবতে পেবেছে।

আর অন্য এক গোষ্ঠী হতাশায়

আছে আর সাকুল্যে দেড় বছর।

পরবর্তী সময়ে কি হবে তা নিয়ে

আশঙ্কা তো রয়েছে। তাই পূর্বের

চুরাইবাড়ি, ৭ অক্টোবর ঃ আব্দুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় এরকম মালিক নকআউট ফটবল বিশাল সংখ্যক দর্শক আগে দেখা প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠলো যায়নি বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের ফুলবাড়ি একাদশ। বৃহস্পতিবার অভিমত। মূলতঃ মিজোরামের ক্ষিণ ফুলবাড়ি স্কুল মাঠে ফুটবলারদের নিয়ে মাঠে নামে সেমিফাইনালে হাড্ডাহাডিড দলই আক্রমণাত্মক পন্থা নেয়। -লডাইয়ের পর তারা জয় তুলে একের পর এক আক্রমণ শানাতে থাকে দইটি দল। বেশ কিছ সযোগও নিলো। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের তৈরি হয়। যদিও প্রথমার্ধে কোন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

ফয়সালা হয়নি। এরপর টাইব্রেকারেও ম্যাচ অমীমাংসিত থাকে। শেষ পর্যন্ত সাডেন ডেথে বাজিমাত করে ফুলবাড়ি একাদশ। অসমের চাঁনমারি আনিপুর একাদশ ২ জন নাইজেরিয়ান ফটবলারকে মাঠে নামিয়েও জয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দুই বিদেশি খেলোয়াড়ের

নিয়ন্ত্রক হতে চাইছে। বর্তমানে

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এক সময়ে যারা

ছিলেন ঘোর শত্রু তাদেরকে একই

দফতরে ক্ষমতার নতুন সমাকরণ প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. বঞ্চিতরা এখন ক্রীডা দফতরের

সর্বস্ব। এই অবস্থায় ক্রীড়া ও রাজ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি যুবকল্যাণ দফতরের অনেক বেশি দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যাচেছ, কিছু ক্ষমতালিপ্সু কর্মীরা ভধুমাত্র ক্ষমতা জাহির করতেই দফতর আলো করে রেখেছেন। বর্তমান সরকারের প্রথম দিকে যারা দফতরকে নিয়ন্ত্রণ করতো তাদের প্রথম সারির গিয়েছে। আর বিরোধীদেব অনেকে এখন ফ্রন্টফুটে দিব্যি ব্যাট করে চলেছেন। ক্রীড়া দফতরে ক্ষমতার এই নতুন সমীকরণের সহজেই করতে পারবেন। সমাধানের

যে জায়গায় ছিল এখনও সেই জায়গাতেই আছে। রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্তবে আর কোন প্রতিযোগিতা

বা অবনতি হয়েছে। ৫ বছর আগে

মঞ্চে দেখা যাচ্ছে। ক্রীড়াপ্রেমীদের প্রশ্ন, তাহলে কি ফয়সালা হয়ে এদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। গেলো? যদিও ফয়সালা এত শুধমাত্র নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধি এবং ক্ষমতার অলিন্দে থাকার জন্য তাড়াতাড়ি হয়েছে এমন বলা যায় না। ভোটের আগে রাজনৈতিক সুযোগ পেলেই এভাবে গোষ্ঠী স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুই বিপরীত মেরুর দল যেভাবে একত্রিত হয় সেভাবেই দফতরের হাল গত কয়েক বছরে একত্রিত হয়েছে এই দই বিবোধী বেশ শোচনীয়। ক্রীডাক্ষেত্রে গোষ্ঠী। রাজনীতিতে যেমন শুধুমাত্র স্কুল ক্রীড়া ছাড়া সরকারি চিরস্থায়ী শক্র নেই তেমনি রাজ্যের ক্রীড়া দফতরের কর্মীরাও এমন নীতি নিয়েই এগোতে চাইছেন। অনুষ্ঠিত হয় না। স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির অবস্থাও সাইনবোর্ড এমন নয় যে, গত সাডে তিন বছরে

সদর মহকুমাভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা



সহ অন্যান্যবা। স্থাগত ভাষণ পেশ

সুস্মিতা দাস, জয়া দেবনাথ, তন্ময় দাস, জিৎ সাহা, সৌম্যজিৎ রায়, আয়ুষ দাস, পূজা সাহা, সুস্মিতা দেবনাথ, সুরঞ্জলী চক্রবর্তী, অন্তরা দত্ত। এই নির্বাচিত খেলোয়াড়দের আগামী ৯ অক্টোবর রানিরগাঁও স্কুলে সকাল ১১টায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। এদিকে, এদিন মোহনপুর বিআরসি হলে মোহনপুর মহকুমাভিত্তিক নির্বাচনি শিবির কাম প্রতিযোগিতা অনষ্ঠিত হয়। উপ-অধিকর্তা শিমল দাস, মহকুমার স্পোর্টস অফিসার নিত্রিনী জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। মোট ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কবে।

বোর্ডের সচিব তাপস নাগ। এদিনের প্রতিযোগিতা থেকে মোট ৩০ জন যোগা খেলোয়াড়কে বাছাই করা হয়। নির্বাচিত পাল, দেবার্পণ কুণ্ডু, সাগর রায়, শরণজিৎ সিং, নয়ন দাস, সায়ন দেবনাথ, অস্মিতা দেবনাথ, পারিজাত সাহা, জানকি সরকার, বিজয় পাল, রাহান আলম, অভয় পাল, রবি সরকার, রতুদীপ

ভট্টাচার্য, রিতরাজ দেবনাথ, স্লেহা

করেন এএমসি স্কুল স্পোর্টস বৃহস্পতিবার খেলোয়াড়রা হলো--রাজদীপ রুদ্রপাল, অঙ্কিতা দেব, শাস্তা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব তাপস

স্পোর্টস বোর্ডের সচিব অপু রায় রায়, পূজা সাহা, শেলি দেবনাথ,

আগরতলা, ৭ অক্টোবর ঃ পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের এনএসআরসিসি-তে অনুষ্ঠিত হলো সদর মহকমাভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা। অনুধর্ব ১৪, ১৭ এবং ১৯ এই তিনটি বিভাগে মোট ৯৮ জন যোগা খেলোয়াড় এতে অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের উপ-অধিকর্তা শিমল দাস, এএমসি

কুমার নাগ, পশ্চিম জেলা স্কুল

निर्जापत हून हिँए एह। পতিবাদী কলম ক্রীড়া পতিনিধি রাজনৈতিক পালাবদলের মতো এবার ক্রীডা দফতরেও ক্ষমতার পালাবদল ঘটছে। ক্ষমতাব এক নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম তিন বছর ক্ষমতার স্বাদ না পাওয়া ব্যক্তিরা এখন অন্য উপায়ে ক্ষমতার স্বাদ পেতে চাইছেন। পর্বের ক্ষমতাবান কয়েক জনকে ক্ষমতাহীন করে দেওয়া হয়েছে। ওই গোষ্ঠী এখন বিরোধী গোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এতেও হয়তো কোন নতুন সমীকরণ। কারণ হাতে

ফুটবলারদের কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে তাই একা টিএফএ-র জন্য নিশ্চয় নতুন নিয়ম হবে না। এছাডা স্পোর্টস স্কুল, এনএসআরসিসি সহ বেশ किं चू मत्नव (थत्नायाण् तमव অনেকের বয়স ১৮ বছরের নিচে। তারা কিন্তু আপাতত মাঠে নামতে পারবে না। এখন দেখার. টিএফএ কোন পথে যায়।টিএফএ কি অনুধর্ব ১৮ ছেলে-মেয়েদের বাদ দিয়েই আগামী নভেম্বর মাসে 'সি' ডিভিশন লিগ ও মহিলা লিগ শুরু করে না ফেডারেশনের মতো

<mark>মাগরতলা, ৭ অক্টোবর ঃ</mark> আপাতত মাঠে নামা সম্ভব না হয় তাহলে নামা সম্ভব নয়। টিএফএ যদি এখন লিগ শুর[ু] ব ফেডারেশনের নিয়ম ভেঙে দাবি। যেহেতু ফুটবল ছাড়া ফেডারেশন অনুধর[°] ১৮ আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করে। অবশ্য সামগ্রিক পরিস্থিতি কিন্তু আগামী মার্চ পর্যস্ত ঘরোয়া ফুটবল বাতিল করে তা ২০২২ সিজনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষেই অধিকাংশ ক্লাব।

টিকাকরণ ছেলে-মেয়েদের মাঠে নামায়

পর্যন্ত কোনভাবেই টিএফএ-র

তাহলে টিএফএ কিন্তু বিপদে

স্পোর্টস স্কুল, এনএসআরসিসি-র পড়তে পারে। অতএব যতক্ষণ না পর্যন্ত দেশে অনধর্ব ১৮ টিকাকরণ শুরু হচ্ছে বা ফুটবল ফেডারেশন টিকাকরণ ছাড়া খেলার অনুমতি দিচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে এরাজ্যে 'সি' ডিভিশন লিগ এবং মহিলা লিগ ফুটবল করা টিএফএ-র পক্ষে কঠিন। এমন কি জাতীয় মহিলা ফুটবলে দল গঠনও সমস্যা হতে পারে। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের যে সমস্ত খেলোয়াডের বয়স ১৮ হয়নি তারা কেউ কিন্তু এবার মাঠে নামতে পারবে না টিএফএ-র খেলায়। এক্ষেত্রে ফেডারেশন না যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ম বাতিল করে। লিগের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু এই অবস্থায় আগামী ডিসেম্বর

টিকাকরণ ইস্যুতে তো অনূর্ধ্ব ১৮

মতো দলগুলিকে মাঠে নামার অনমতি দেবে টিএফএ? কেননা এদেশে এখনও অনুধর্ব ১৮ টিকাকরণ শুরু হয়নি। 'সি['] ডিভিশন লিগ এবং মহিলা লিগে তো প্রচুর অনধর্ব ১৮ ছেলে-মেয়ে খেলে। এখন যদি টিকাকরণ ছাডা মাঠে নামা সম্ভব না হয় তাহলে কি 'সি' ডিভিশন এবং মহিলা ফুটবলের দলগুলি খেলতে পারবে? ফুটবল ফেডারেশনের যে ইঙ্গিত তাতে আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কোন বয়সভিত্তিক ফুটবল হচ্ছে না। যদিও ফেডারেশনের নির্দেশ হাতে পেয়েও টিএফএ আগামী নভেম্বর মাসে 'সি' ডিভিশন লিগ ও মহিলা

টিএফএ-র পক্ষে কি সম্ভব 'সি

ডিভিশন লিগ এবং মহিলা লিগ

করা ? টিকাকরণ ছাড়া কি ত্রিপুরা

টিকাকরণ ছাড়া কোন খেলোয়াড়, কোচ টিম অফিসিয়ালকে মাঠে নামতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ টিকাকরণ ছাড়া আপাতত কারও পক্ষে ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। এখানেই কিন্তু শেষ নয়, যাদের টিকাকরণ হয়েছে তাদেরও জাতীয়

আসরে গিয়ে কোভিড টেস্ট দিতে হবে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ইস্যু করা এই নির্দেশ কিন্তু টিএফএ-তেও এসেছে। ফেডারেশনের এই নির্দেশ কিন্তু

স্বস্কাধিকারী, প্রকাশক, মূলক ও সম্পাদক **অনল রায় টৌধুরী** কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা কসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিণ্টার্স, টোধুরী ভবন, মোলারমাঠ, হরিগঙ্গা কসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ব্রিপুরা থেকে মূলিত। **কোনঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১ ৭৮৫১**

প্লে-অফে পৌঁছতে হলে জিততেই হত এই ম্যাচ। জয়ের ব্যবধানও

অনেকটাই বাড়িয়ে রাখত হত।

পরিস্থিতিতে জ্বলে উঠল কলকাতা

গিল-ভেঙ্কটেশ আইয়ার, বলে

শিবম মাভি-লকি ফার্গসনের জুটিতে

শাহকথ খানেব দল। সেই সঙ্গে

মহকুমা ক্রিকেট

সংক্রান্ত নির্দেশিকা

প্রত্যাহারের দাবি

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি.

আগরতলা, ৭ অক্টোবর ঃ টিসিএ-র

ক্রিকেট বিরোধী নির্দেশিক

প্রত্যাহারের দাবি উঠেছে। শুধু

মহকুমা স্তরে নয়, সদরের প্রাক্তন

ক্রিকেটার থেকে শুরু করে

ক্রিকেটপ্রেমীরাও দাবি জানিয়েছে

যে, টিসিএ-র অনৈতিক নির্দেশিকা

প্রত্যাহার করতে হবে। সদরভিত্তিক

ক্লাব ক্রিকেট অনিশ্চিত অবস্থায়।

টিসিএ দলবদল প্রক্রিয়াও অনষ্ঠিত

করতে পারেনি।ফলে টানা দুই বছর

সম্ভবত সদরের ক্লাবগুলিকে ক্রিকেট

না খেলেই কাটিয়ে দিতে হবে।

ক্লাবগুলির আশক্ষা যে, টিসিএ

সদরভিত্তিক ক্রিকেট করতে চায় না।

এই অবস্থায় যদি মহকুমাগুলি

ক্রিকেটিয় কাজকর্ম শুরু করে দেয়

তাহলে টিসিএ-কে লজ্জায় পডতে

হবে। ক্রিকেটপ্রেমীরা মনে করছে.

এই কারণেই মহকুমাগুলিকে

ক্রিকেট বন্ধ করার নির্দেশিকা জারি

রা হয়েছে। যা সম্পূর্ণ অনৈতিক

টিসিএ-র যুগ্মসচিব এক অফিস

অর্ডার মারফত মহকুমাগুলিতে

ক্রিকেট শুরু না করার আদেশ জারি

করেন। শুধুমাত্র টিসিএ অনুমতি

দিলেই ক্রিকেট শুরু করা যাবে। এই

নির্দেশিকায় মহকুমার ক্রিকেটপ্রেমী

থেকে শুরু করে ক্রিকেটার

প্রত্যেকেই ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন

তাদের প্রশ্ন একটাই, টিসিএ-র

ব্যর্থতার দায়ভার কেন বহন কর

মহকুমাণ্ডলি ? তাই অবিলয়েে এই

আদেশ প্রত্যাহারের দাবি

জানিয়েছেন, মহকুমার বিভিন্ন

বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা থেকে

প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা উঠে

আসে। গত বছর করোনার কারণে ক্রিকেট হয়নি। এই বছরও যদি

টিসিএ-র অনৈতিক আদেশের ফলে

ক্রিকেট বন্ধ হয়ে যায় তাহলে

এককথায় ধ্বংস হয়ে যাবে মহকুমা

ক্রিকেট। গত ১০ বছর ধরে

মহকুমার ক্রিকেট অনেক

এগিয়েছে। রাজ্য দলে জায়গা করে

নেওয়ার ব্যাপারে সদরের সাথে

রীতিমত পাল্লা দিচ্ছে মহকুমাগুলি

এই অবস্থায় প্রত্যেকেই বিস্মিত

টিসিএ-র এই আদেশে। শুধুমাত্র

নিজেদের ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখার

জন্য টিসিএ-র এই অনৈতিক

চেষ্টাকে সুনজরে দেখছে না

ইতিমধ্যেই কয়েকটি সংস্থা

মৌখিকভাবে নাকি এই আদেশ

প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছে

আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দেশে

কোন বয়সভিত্তিক ফুটবলের

অনুমতি দিচেছ না অল ইভিয়া

ফুটবল ফেডারেশন। ২০২২

জানুয়ারি থেকেই শুরু হতে পারে

বয়সভিত্তিক ফটবল। তবে এখানেই

শেষ নয়, ফুটবল ফেডারেশন প্রতিটি

রাজ্যকে জানিয়ে দিয়েছে যে,

এখন টিএফএ-র মাথায় রীতিমত

বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটিয়েছে।

ক্রিকেটপ্রেমীরা

মহকু মার

জানিয়েছে

Page 7.pmd